ভোরের কাগজ

JUN. 30 2002

কর সংশোধনীসহ বাজেট পাস

সর্বনিম্ন ব্যক্তি কর ১২০০ টাকা ☐ রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ২ বছর পর্যন্ত আমদানিযোগ্য ☐ কম্পিউটার ও সয়াবিন তেল আমদানিতে শুল্ক নেই

কাগজ প্রতিবেদক : কর প্রস্তাবে কিছু সংশোধনী আনার মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে আগামী ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেট পাস হয়েছে।

প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের জোরালো দাবি সত্ত্বেও অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান করমুক্ত আয়ের সীমা ৭৫ হাজার টাকাই নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছেন। বিভিন্ন মহল থেকে করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ টাকা পুনর্নির্ধারণের দাবি করা হয়েছিল। এমনকি প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় সরকারি দল বিএনপির অনেক সাংসদও এ দাবি করেছিলেন। তবে ব্যক্তি করদাতার সর্বনিম্ন কর ২ হাজার ৪০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ২০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটার আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির ওপর ২ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী তার সমাপনী বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা দিয়েছেন, আরো ২ বছর পুরোনো গাড়ি আমদানি করা যাবে। তবে ৪ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানি করা যাবে না এবং যে দেশের গাড়ি আমদানি করা হবে সে দেশ থেকেই জাহাজীকরণ করতে হবে। অন্য কোনো দেশ থেকে করলে চলবে না। এর আগে বাজেট ঘোষণার পরপরই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে অর্থমন্ত্রী সয়াবিন তেল আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এছাড়া অর্থমন্ত্রী আয়কর, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট সংক্রান্ত আরো কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন।

এদিকে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে পাস হওয়া ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেটে আগামী ১ জুলাই সোমবার থেকে ২০০৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে মোট ৫৮ হাজার ২৪৩ কোটি ৭২ লাখ ১১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের জন্য জাতীয় সংসদ সরকারকে অনুমোদন দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এই ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত 'নির্দিষ্টকরণ

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

যেসব সংশোধনী আনা হলো

- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রীর ওপর ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার
- রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আগামী ২ বছর আমদানি করা যাবে। তবে ৫ বছরের পরিবর্তে ৪ বছরের পুরোনো গাড়ি হতে হবে
- সর্বনিম্ন ব্যক্তি কর ২ হাজার ৪০০ টাকার পরিবর্তে ১ হাজার ২০০ টাকা
- সর্বোচ্চ আয়কর হার ৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা থেকে ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা
- ব্যাংকের অতিরিক্ত মুনাফার ওপর ১৫ শতাংশ হারে প্রফিট ট্যাক্স আরোপ
- ব্যবসায়ী পর্যায়ে নিট কর ২ দশমিক ২৫ এর পরিবর্তে ১ দশমিক ৫০ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ
- মার্বেল ও গ্রানাইটের ওপর ২৫ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ
- পাথরের আমদানি শুল্ক ২২ দশমিক ৫০ থেকে ৩২ দশমিক ৫০ শতাংশে বৃদ্ধি
- সিগারেটের আমদানি শুল্ক ২৭০ থেকে ৩৫০ শতাংশ বৃদ্ধি

কর সংশোধনীসহ বাজেট পাস

● প্রথম পাতার পর

আইন-২০০২' সংসদে উত্থাপন করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। রাত ৯টা ৫০ মিনিটে বাজেট পাস হয়। ভারপ্রাপ্ত স্পিকার আগামী, ৭ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন।

এর আগে গত ৬ জুন অর্থমন্ত্রী আগামী অর্থবছরের জন্য ৪৪ হাজার ৮৫৪ কোটি টাকায় বাজেট প্রস্তাব সংসদে পেশ করেছিলেন। এতে ২৩ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয় এবং ১৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে।

গতকাল ভারপ্রাপ্ত স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে বিকালের অধিবেশন শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ মন্ত্রীবর্গ তাদের মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মঞ্জুরি বরাদ্দের জন্য ৯৪টি দাবি উত্থাপন করেন। এর মধ্যে ৩৮ হাজার ৫৮০ কোটি ৭২ লাখ ১১ হাজার টাকার ৪৬টি দাবি হচ্ছে অনুন্নয়ন ব্যয় সংক্রান্ত এবং ১৯ হাজার ৬৬৩ কোটি টাকার ৪৮টি দাবি হচ্ছে উন্নয়ন সংক্রান্ত। অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে দায়মুক্ত তহবিল থেকে ধরা হয়েছে ১৪ হাজার ৭০১ কোটি ৭৬ লাখ ৪২ হাজার টাকা। সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত অর্থের পরিমাণ ৪৩ হাজার ৫৪১ কোটি ৯৫ লাখ ৬৯ হাজার টাকা।

এদিকে গতকাল সংসদে পাস হওয়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দাবিসমূহের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ব্যয় ২ হাজার ৩২৫ কোটি ৪২ লাখ ৮২ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ১ হাজার ১২৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুন্নয়ন ব্যয় ৫৩ কোটি ৪৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা, উন্নয়ন ব্যয় ১৪১ কোটি ৩৪ লাখ ৫৬ হাজার টাকা।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ব্যয় ৩ হাজার ৯৯৫ কোটি ৭ লাখ ৩২ হাজার এবং উন্নয়ন ব্যয় ১৫ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় যথাক্রমে ১ হাজার ৬৬৯ কোটি ৫০ লাখ ৩০ হাজার এবং ১০৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন ব্যয় ১ হাজার ৩২৫ কোটি ৪০ লাখ ৯৭ হাজার এবং উন্নয়ন ব্যয় ১ হাজার ৭০২ কোটি ২৮ লাখ টাকা।

গত ৬ জুন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সাংসদদের অনুপস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করেছিলেন। গত ২৪ জুন আওয়ামী লীগ বাজেট অধিবেশনে যোগ দেয়। তিনটি বৈঠকে বাজেট আলোচনায় অংশ নেয় তারা। কিন্তু তৃতীয় বৈঠকে অর্থাৎ ২৬ জুন রাতে আওয়ামী লীগের সাংসদ শেখ সেলিম বাজেট আলোচনায় বক্তৃতাদানকালে তার মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করে। পরে আর ফিরে আসেনি। ফলে প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতির মধ্য দিয়েই গতকাল জোট সরকারের প্রথম বাজেট পাস হয়েছে।

এছাড়া আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী সিগারেট আমদানির সম্পূরক শুল্ক ২৫০ থেকে ৩৫০ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে মদ আমদানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্কও ২৫০ থেকে ৩৫০ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ভ্যাট সংক্রান্ত সংশোধনীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে নিট কর হার ২ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ দশমিক ৫০ শতাংশে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সিটি করপোরেশন এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বার্ষিক ন্যূনতম ভ্যাট ৫ হাজার ৪০০ টাকা থেকে ৪ হাজার ২০০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বার্ষিক ন্যূনতম ভ্যাট ৩ হাজার ৬০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকায় কমানো হয়েছে।